Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারীতে মনীষীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা হোসেন এলিন

রোলঃ 227021825

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারীতে মনীষীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

সানজিদা হোসেন এলিন

রোলঃ 227021825

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারীতে মনীষীদের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা হোসেন এলিন, আইডিঃ 227021825 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারীতে মনীষীদের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sanjida Hossen Elin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সানজিদা হোসেন এলিন

আইডিঃ 227021825

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা:-..1

ভূমিকা:- 2

পাপকাজ বৃদ্ধি পাওয়া:- 3

দুর্যোগের রকমফের:- 4

প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে বাঁচার উপায়:- 8

ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য দূর্যোগের কারণ:-..9

দূর্যোগের সময় মহানবী ﷺ এর আমল সমূহ:-... 11

প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় আমল:- 12

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে:-.. 14

ঘূর্ণিঝড়-প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে যা বলা হয়েছে:-............... 21

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি আসার কারণ বর্ণনায় হাদিসের ঘোষণা.............................. 23

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা:-

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রণিধানযোগ্য কারণ হিসেবে পবিত্র কুরআনে আমরা দেখি যে, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবেই দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। যার ফলে আমাদের নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পবিত্র কুরআন শরীফে দুর্যোগ বিষয়ে অধিক নির্দেশনা দিয়েছেন মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। নিয়ামত সরূপ দিয়েছেন হাদীস। আমরা এর থেকে যাতে সুন্দর গঠনমূলক ভাবে আমল সমূহ গ্রহণ করতে পারি তা বিবেচনা করতেই যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারীতে মনীষীগণ রেখে গিয়েছেন নানান দিক নির্দেশনা এবং মতামত। শুরু করছি পবিত্র কুরআন শরীফ দিয়ে بسم الله।

ভূমিকা:-

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন- 'মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দেয়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কৃতকর্মের ফল প্রদান করে থাকেন, যেন তারা পাপ থেকে ফিরে আসে।' (সুরা রুম : ৪১)।

অথচ, আল্লাহ তাআলা নিজ গুনে মানুষের নানাবিধ অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন- 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন'। (সুরা আশ-শুরা: ৩০)।

পাপকাজ বৃদ্ধি পাওয়া:-

বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতির ফলে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিতে যথেষ্ট অগ্রগতি যেমন হয়েছে তেমনি এর অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছা ব্যবহার মানুষকে নানা ধরণের নতুন নতুন অপরাধে সংযুক্ত করছে। এমনকি, নানা ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা প্রয়োগ সহজ হওয়াই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা, দুর্নীতি, জালিয়াতি, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি ক্রমাগত বেড়েই চলছে। ফলে এর থেকে আমাদের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি সাধন হচ্ছে। আমাদের জীবন ও জীবিকার দ্বারা প্রভাবিত হতে গিয়ে নানাবিধ কুকর্মের সাথে জিড়িয়ে পড়তে হচ্ছে নিত্যদিন। এসব নানান পরিবেশ মুখী দূর্যোগের ঘনঘটা বেশ কয়েকটি রকমফের দাঁড় করিয়ে দেয়। যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফ এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অধিক তথ্যের সমাহার।

দুর্যোগের রকমফের:-

১. ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, সুনামি:

ভূমিকম্প সম্পর্কে কুরআনে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো-‘বলে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম।’ (সুরা আনআম, আয়াত : ৬৫)।

কুরআনে আরো রয়েছে- ‘তারপর আমার ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেলল। ফলে তারা তাদের নিজেদের গৃহেই মৃত অবস্থায় উল্টো হয়ে পড়ে রইল।’ (সুরা আল আ’রাফ: আয়াত-৯১)।

বস্তুত, ভূমিকম্প কিয়ামতের আলামতসমূহের মাঝে ছোট একটি আলামতও বটে। কেননা, কিয়ামতের ভয়াবহতার মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। যেমন আল্লাহ্ বলেন- ‘(সেদিন) প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।’ (সুরা ওয়াকিয়া: ৪-৬)

এছাড়া অন্যত্র রয়েছে- ‘কিয়ামতের পূর্বে ভূমিধস, চেহারা পরিবর্তন এবং উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে’ (সহীহুল জামে আস্ সাগীর, হা. ২৮৫৩)।

২. ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত:

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন- ‘তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে তিনি তোমাদের পৃথিবীর কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না কিংবা তোমাদের ওপর কঙ্কর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া (ঘূর্ণিঝড়) প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না।’ (সুরা আল ইসরা, আয়াত : ৬৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন- ‘তারপর আমি এই লুত সম্প্রদায়ের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু।’ (সুরা আল কামার: আয়াত-৩৪)।

এছাড়া বৃষ্টি মহান রবের পক্ষ থেকে রহমত। তবে অতিবৃষ্টি পাপাচারের শাস্তি হিসেবেই বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন, 'আমি তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব চেয়ে দেখো, অপরাধীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে।' (সুরা আরাফ, আয়াত: ৮৪)

আল্লাহ্ আরো বলেন- 'আর আমি তাদের ওপর শাস্তির বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর যাদের সতর্ক করা হয় তাদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।' (সুরা শুআরা, আয়াত: ১৭৩)

৩. খরা/অনাবৃষ্টি:

বৃষ্টিপাত মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত। তিনি বলেন- 'আর তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, তা দ্বারা তোমাদের জীবিকাস্বরূপ ফলমূল উৎপাদন করেন।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২২)।

সুতরাং খরা তথা অনাবৃষ্টির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির নমুনা। কেননা, তিনি বলেন- 'অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন...।' (সুরা নুহ: ১০-১১)।

৪. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস:

বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পাপের শাস্তি। হজরত নুহ (আ.) এর অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর বন্যার মত আজাবের বর্ণনা এভাবে এসেছে- 'তারপর মহাপ্লাবন ওদের গ্রাস করে। কেননা ওরা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী। তারপর আমি তাকে ও যারা জাহাজে উঠেছিল তাদের রক্ষা করলাম।' (সুরা আনকাবুত: ১৪-১৫)।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে- ‘শেষ পর্যন্ত আমি এই জাতিকে পোকামাকড় বা পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, প্লাবন ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দিয়ে ক্লিষ্ট করি।’ (সুরা আ’রাফ: ১৩৩)।

৫. মহামারি:

মহামারি সম্পর্কে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলো- ‘যখন কোনো কওমের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা তা প্রকাশ্যেও করতে শুরু করে তখন তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।’ (ইবনু মাজাহ, আসসুনান : ৪০১৯)।

সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে মহামারি। এই মহামারি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন- ‘তারপর আমি তাদের ওপর রোগব্যাধি, অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যেন তারা আমার কাছে নম্রতাসহ নতি স্বীকার করে’ (সুরা আনআম: ৪২)।

৬. দুর্ভিক্ষ:

মানুষ যখন অতিমাত্রায় পাপে নিমজ্জিত হবে ও আল্লাহর নাফরমানি করবে, তখন নানাবিধ আজাবের মধ্যে দুর্ভিক্ষও একটি আজাব হিসেবে আপতিত হবে। যেমন কুরআনে এসেছে- ‘ওর অধিবাসীদের আমি দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগব্যাধি এবং অভাব-অনটন দ্বারা আক্রান্ত করে থাকি। উদ্দেশ্য হলো তারা যেন, নম্র এবং বিনয়ী হয়।’ (সুরা আ’রাফ: ৯৪)।

এসব বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মহান রবের আনুগত্য, তার হুকুম-আহকাম মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন- “জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা ইউনূস : ৬২)।

এছাড়া রসুল (ﷺ) বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি মহামারিতে পতিত হয় এবং নেকির আশায় সে ধৈর্য্যসহকারে সেখানে অবস্থান করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তাআ'লার হুকুম ব্যতিত কিছুই হয় না, তাহলে সে শহীদের সওয়াব পায়।' (বুখারী: হা. ৫৪০২)।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে বাঁচার উপায়:-

ইসলাম আমাদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে চলতে গিয়ে কীরূপ জীবন ব্যবস্থা করতে হবে তার একটি সুন্দর গঠনমূলক নিদর্শন দিয়েছেন। যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছেন ইসলাম ও ইসলামের পথ। তার'ই ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো।

১. তাওয়াক্কুল করা:

মুসলমানদের সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখা উচিত। তিনি বলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' (সুরা তালাক: ৩)।

২. ধৈর্যধারণ করা:

যে-কোনো বিপদে ধৈর্যধারণ করা মু'মীনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান রব বলেন- 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' (সুরা বাকারা: ১৫৫)।

৩. বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করা:

তাওবা ও ইস্তিগফার সম্পর্কে কুরআনে এসেছে- 'হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর সমীপে খাঁটি তওবা করো, এই আশায় যে তোমাদের প্রভু তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে উপবিষ্ট করবেন যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত থাকবে।' (সুরা আত-তাহরিম: ০৮)।

এছাড়া, মহানাবি (ﷺ) বলেন, 'শিগগিরই মহান আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁর কাছে তওবা করো।' (বুখারি: ২/৩০; মুসলিম: ২/৬২৮)।

৪. সাদকা করা:

সাদকা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে- 'নিশ্চয়ই সাদকা অপমৃত্যু রোধ করে।' (তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)। অপমৃত্যু বলতে ওইসব মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে যা থেকে স্বয়ং নাবীজি (ﷺ) পানাহ চেয়েছেন। তা হলো- 'পানিতে পড়ে, আগুনে পুড়ে, ওপর থেকে পতিত হয়ে, যুদ্ধ থেকে পলায়নরত অবস্থায় বা এ ধরনের কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করা। হঠাৎ মৃত্যুকেও কেউ কেউ অপমৃত্যু বলেছেন।' (মেরকাত : ৪/১৩৪১)।

৫. সচেতনতা অবলম্বন করা:

ইসলামে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। বাড়ি-ঘরের আসবাবপত্র দেওয়ালের সাথে এমনভাবে হুক/স্টিকার দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে ভুমিকম্পে সেসব গড়িয়ে না পড়ে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দুর্যোগের সময় কে কোন দায়িত্ব পালন করবে সেটা বণ্টন করে দিতে হবে, ফাস্ট এইড বক্স, ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখাসহ সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'হে মু'মিনগণ, সতর্কতা অবলম্বন করো।' (সুরা নিসা: ৭১)।

এছাড়া হাদিসে এসেছে- 'ইমানদার ব্যক্তি একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।' (বুখারি: ৬১৩৩)।

তথ্য :- যুগান্তর

ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য দূর্যোগের কারণ:-

হাদিসে রসুল (ﷺ) ব্যাখ্যা করেছেন কেন এবং কখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যখন কোনো জাতির

মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন মহামারি আকারে (নতুন-নতুন) রোগের প্রাদুর্ভাব হয় যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে দেখা যায়নি। যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন দুর্ভিক্ষ ও কষ্ট নেমে আসে। যদি কোনো জাতি জাকাত আদায় করতে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্ তাদের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেন।'

এ থেকেই স্পষ্ট যে, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাই নয়, বরং মানুষের পাপাচার এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ফল। এ ধরনের দুর্যোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষকে সতর্ক করেন, তাদের কৃতকর্মের ফল আস্বাদন করান এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। যাতে করে আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বন্দেগী উত্তম রূপে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। একজন প্রকৃত মুসলিম ও মু'মিন রূপে প্রতিষ্ঠ হতে পারি।

দূর্যোগের সময় মহানবী ﷺ এর আমল সমূহ:-

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রসুল (ﷺ) খুব বিচলিত হতেন। হাদিস থেকে জানা যায় যে, যখন আকাশে মেঘ জমতো বা বাতাসের গতি বেড়ে যেতো, তখন তিনি আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন এবং তওবা ইস্তেগফার করতেন। সাহাবিদেরও এসময় বেশি বেশি তওবা, ইস্তেগফার এবং নামাজে মশগুল হতে নির্দেশ দিতেন। যা আমাদের জন্য উপযোগী নিদর্শন।

তাছাড়া রসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষকে সবসময় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার পরামর্শ দিতেন এবং যেকোনো বিপদ আপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলতেন। তিনি আরও বলেন, যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তার রসুলের আদেশ লঙ্ঘন করে, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর বিজাতীয় শত্রুকে ক্ষমতাসীন করেন, যারা তাদের উপর নির্যাতন চালায়।

তথ্য:- আমাদের সময় ডটকম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় আমল:-

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিছু আমল নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ উছমান গনী কর্তৃক প্রকাশিত লেখাগুলোর দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো।

বর্ণিত আছে, 'সদকা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।' (তিরমিজি শরিফ: ৬০০)।

সাধারণ বৃষ্টি-বাদলের সময় ও বৃষ্টির পর পড়ার সুন্নাত দোয়া:-

হজরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, বৃষ্টি হলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই দোয়া পড়তেন: 'আল্লাহুম্মা ছয়্যিবান নাফিআ' (হে আল্লাহ্! এই বৃষ্টি যেন আমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হয়)। (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।
হজরত যায়িদ ইবনে ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেন,
বৃষ্টির পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন: 'আল্লাহ্ তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টিস্নাত হয়েছি।' (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।

ভারী বর্ষণ ও অতিবৃষ্টির সময় পড়ার সুন্নাত দোয়া:-

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) অধিক বৃষ্টি ও ভারী বর্ষণের সময় এই দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ্! এই ঝড়, তুফান ও ভারী বর্ষণ আমাদের আশপাশ থেকে সরিয়ে নিন, দয়া করে আমাদের ওপর ঝড়, তুফান ও ভারী বর্ষণ দেবেন না। হে আল্লাহ্, এই ভারী বর্ষণ দিন টিলা-পর্বতে, উঁচু ভূমিতে, উপত্যকায়, বনভূমি ও চারণ ভূমিতে। (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার সুন্নাত দোয়া:-

হজরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ঝড়-তুফানের সময় এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এই দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট

প্রার্থনা করি এই ঝড়ের কল্যাণ, এর মধ্যস্থিত কল্যাণ, এর সঙ্গে প্রেরিত কল্যাণ। আমি আপনার নিকট পানাহ চাই এই ঝড়ের অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যস্থিত অনিষ্ট থেকে, এর সঙ্গে প্রেরিত অনিষ্ট থেকে। (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ)।

বজ্রপাত, ঝড়-তুফান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার বিশেষ দোয়া:-

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ করুণ এক রূপ হলো বজ্রপাত, যা মহান রব্বুল আলামিনের শক্তিমত্তা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। এ সম্পর্কে কোরআন মজিদে রয়েছে: 'বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতাগণও তাঁকে ভয় করে (প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে)। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহা শক্তিশালী।' (সুরা-১৩ [৯৬] রাআদ, রুকু: ২, আয়াত: ১৩; পারা: ১৩)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, বজ্রপাত ও বিজলি চমকানোর সময় এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ্! গজব দিয়ে আমাদের নিঃশেষ করবেন না, আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করবেন না; এর পূর্বেই আমাদের ক্ষমা করে দিন)। (মিশকাত শরিফ: ১৫২১; সুনানে তিরমিজি শরিফ: ৩৪৫০; নাসাই শরিফ: ৯২৭; মুসনাদে আহমাদ: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ১০০, হাদিস: ৫৭৬৩; আদাবুল মুফরাদ বুখারি: ৭২১)।

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।

তথ্য:- প্রথম আলো

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে:-

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা, যাতে মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হয়ে থাকে। অনেকের মতে, এটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবেই ঘটে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাজ-কর্মের প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। তবে পবিত্র কোরআন এর ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করেছে। আমাদের নসীহা এবং প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থার সম্পূরক।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে:
'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তিনি তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। ' (সুরা : রোম, আয়াত : ৪১)

অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের নাফরমানির বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। বিপর্যয় অনেক রকমের হতে পারে। যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবি, বাগভি)।

কিছু দুর্যোগের কোরআনি ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

ঝড়, অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস :
পৃথিবীর মহাদুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঝড়, অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস। মানুষের অবাধ্যতা ও কুফরির কারণে কখনো কখনো মহান আল্লাহ্ তাদের এসব দুর্যোগ দিয়ে সতর্ক করেন।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘আর যখন তোমাদের সাগরে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদের রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও।

আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে তিনি তোমাদেরসহ স্থলের কোনো দিক ধসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর শিলা বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে তিনি তোমাদের আরেকবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেবেন না, অতঃপর তোমাদের ওপর প্রচণ্ড বাতাস পাঠাবেন না এবং তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন না, তোমরা কুফরি করার কারণে? তারপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ’ (সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ৬৭-৬৯)

বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি :
বজ্রপাত আল্লাহ্ তাআ’লার শক্তির নিদর্শনগুলোর একটি, যা তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাবধান করার জন্য রেখেছেন। তিনি চাইলেই যে কাউকে এর মাধ্যমে যেকোনো সময় শাস্তি দিতে পারেন।

যদিও সব ক্ষেত্রে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআ’লা এমনটি করেন না।

যা আল্লাহ্ তাআ’লা নিজেই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:
‘বজ্র তাঁরই তাসবিহ ও হামদ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতারাও (তাসবিহরত আছে)। তিনিই গর্জমান বিজলি পাঠান, তারপর যার ওপর ইচ্ছা একে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) অবস্থা এই যে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কেই তর্কবিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড। ’ (সুরা : রাদ, আয়াত : ১৩)

মানুষের কাজকর্মই বজ্রপাতের মূল কারণ। খোদাদ্রোহিতা, জেনা, ব্যভিচার, পরকীয়া, অন্যায়-অত্যাচার দুনিয়ায় যত বাড়বে, ততই দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ বাড়বে।

জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা : নুহ (আ.) তাদের আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরিক করার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তবু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহর আজাব আসে। এক ভয়ংকর প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস তাঁর জাতির অবাধ্য লোকদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন প্লাবন সেই জাতিকে গ্রাস করেছিল, যেই প্লাবন হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে ইতিহাস হয়ে আছে। তখন নুহ (আ.)-এর নৌকায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই রক্ষা পেয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তার (নুহের) বংশধরদের অবশিষ্ট রেখেছি বংশপরম্পরায়। ' (সুরা : সাফফাত, আয়াত : ৭৭)

ভূমিকম্প :

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, 'বলে দাও, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম। ' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৬৫) তাফসিরবিদদের মতে, এর ব্যাখ্যা হলো ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের প্রকৃত রূপ কতটা ভয়াবহ, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:
'যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে জমিন, এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা, অতঃপর তা পর্যবসিত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়। ' (সুরা : ওয়াকিয়া, আয়াত : ৪-৬)

তা ছাড়া মহান আল্লাহ্ ভূমিকম্পের মাধ্যমেই কিয়ামত সংঘটিত করবেন। এ ব্যাপারে কোরআনে সুরা যিলযাল নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা অবতীর্ণ করেছেন।

খরা ও অনাবৃষ্টি :

অনাবৃষ্টি ও খরার মূল কারণও আল্লাহর নাফরমানি। আল্লাহর নাফরমানির কারণে কখনো কখনো অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। পবিত্র কোরআনে এই দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন:
‘অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন...। ’ (সুরা : নুহ, আয়াত : ১০-১১)

অর্থাৎ মানুষ যখন তার নাফরমানি থেকে ফিরে আসবে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়ে দুর্যোগ থেকে নিস্তার দেবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের প্রবল পরাক্রমশালী প্রভু বলেছেন, যদি আমার বান্দারা আমার বিধান মেনে চলত, তবে আমি তাদের রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম, সকালবেলায় সূর্য দিতাম এবং কখনো তাদের বজ্রপাতের আওয়াজ শোনাতাম না। ’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৮৭০৮)

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা।
তথ্য:- বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ

ঝড়-বৃষ্টি ও দুর্যোগ সম্পর্কে আল্লাহ্ যা বলেছেন:-

হাদিস শরিফে আছে:
যখন কোথাও ভূমিকম্প সংঘটিত হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন সবার উচিত মহান আল্লাহর কাছে তওবা করা, তার কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা, মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:
এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। -(সূরা বাকারাহ ১৫৫)

আরও বর্ণিত হয়েছে:
বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। -(সূরা নিসা আয়াত ৭৮)

এ ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহর জিকির করো, তার নিকট তওবা করো।' -(বুখারি ও মুসলিম)।আল্লাহর জিকিরের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নামাজ পড়া, কোরআন তিলাওয়াত বা দোয়া-দরুদ পাঠ করা। তাছাড়া হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে ধৈর্যের কথা।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে:
প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে চলে যেতেন এবং নামাজে মশগুল হতেন।-(মিশকাত) সাহাবাদের জীবনে আমরা দেখি, বিপদে-মুসিবতে তারা নামাজে দাঁড়াতেন ও ধৈর্য ধারণ করতেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ্)

ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে বিচলিত না হয়ে দোয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। ঘূর্ণিঝড় ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পবিত্র কোরআনের বিশেষ দোয়া- 'রাব্বানাকশিফ আন্নাল আজাবা ইন্না মু'মিনুন।'

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর থেকে আপনার শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি।' -(সুরা দুখান : আয়াত ১২)

এছাড়া হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে:

বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয়। এ জন্য'ই মু'মিন মুসলমানের উচিত নিজেদের সব চাওয়াগুলো পূরণে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা।

প্রবল ঘূর্ণিঝড়-বৃষ্টিতে যদি মানুষের জন-জীবনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কিংবা ফসলাদি নষ্ট হয় বা চলাচলের রাস্তা-ঘাট পানিতে তলিয়ে যায়, তবে সে অবস্থায় প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া পড়তেন: 'আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা।' -(বুখারি)

অর্থ : 'হে আল্লাহ্ ! আমাদের থেকে (ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি) ফিরিয়ে নাও, আমাদের ওপর দিয়ো না।'

জোরে বাতাস প্রবাহিত হলে যে দোয়া পড়তে হবে: 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা'

অর্থ: হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণটাই কামনা করি। এবং আপনার নিকট এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। -(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন:

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেঘের গর্জন শুনলে বা বিদ্যুতের চমক দেখলে সঙ্গে সঙ্গে এই দোয়া পাঠ করতেন:-

‘আল্লাহুম্মা লা-তাক্বতুলনা- বিগযাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিআ’জাবিকা, ওয়া আ’ফিনা ক্বাবলা যালিকা।’

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার ক্রোধের কারণে মেরে ফেলো না আর তোমার আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না। বরং এর আগেই আমাদেরকে ক্ষমা ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে নাও। (তিরমিজি)।

ঝড় বা বাতাস থেকে বাঁচতে যে দোয়া পড়তে হবে:

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরি হাজিহির রিহি ওয়া খাইরা মা ফিহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহি, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা, ওয়া শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহি।’

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এর কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ এবং যা এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট থেকে, এর ভেতরে নিহিত অনিষ্ট থেকে এবং যা এর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে। (বুখারি)

এই দোয়াটিও পড়া যেতে পারে:

اللهم يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، ارفع عنا الوباء والبلاء يا ذا المن والعطاء، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.”

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاء."ِ

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِك."َ
"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين."

»اللهُ اللهُ رَبِّي، لا شَرِيكَ لَه.«ُ

"اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا."

»اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.«

»اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا.«
»يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير.«

ফাহিম সিদ্দিকী, অতিথি লেখক
তথ্য:- ঢাকা পোস্ট

ঘূর্ণিঝড়-প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসে যা বলা হয়েছে:-

মহান রব্বুল আলামিনই সব কিছুর মালিক।তার নির্দেশেই এইসব কিছুই হয়ে থাকে।

মহামারি ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষকে সতর্ক করতে পবিত্র কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন:-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ: 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে'। (সূরা: রূম, আয়াত: ৪১)

আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন আরো বলেন:-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থ: 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের'।

(সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৫)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, মহামারি দেখা দিলে আমাদের প্রিয় নাবী রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বিচলিত হতেন। তিনি আল্লাহর আজাব ও গজবকে ভয় করতেন। তাই তিনি সাহাবিদেরকে এসব আজাব ও গজব থেকে মুক্ত থাকতে দিক-নির্দেশনাসহ তাওবাহ-ইসতেগফারের পরামর্শ দিতেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি আসার কারণ বর্ণনায় হাদিসের ঘোষণা:-

রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এসব মহামারি, ঘূর্ণিঝড়সহ যাবতীয় বিপদ-আপদ কেন হয়, সে সম্পর্কে সাহাবাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এমন কিছু কাজ আছে যেসব কাজের কারণে আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষের ওপর দুর্যোগ-মহামারি চাপিয়ে দেন। হাদিসে এসেছে- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'হে মুহাজিরা! তোমরা ৫টি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। আর তাহলো:-

১/ যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন মহামারি আকারে (নতুন-নতুন) প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, যা আগের লোকদের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।

২/ যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত।

৩/ আর যখন কোনো জাতি জাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি জমিনে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তবে আর কখনও বৃষ্টিপাত হতো না।

৪/ যখন কোনো জাতি আল্লাহ্ ও তার রসূলের (ﷺ) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করে দেন। আর তারা (শাসকবর্গ মানুষের) সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়।

৫/ আর যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দেন। (ইবনে মাজাহ্)।

উল্লেখিত করা পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদিসের দিক-নির্দেশনা প্রমাণ করে যে, মানুষের গুনাহের কারণেই দুনিয়াতে বিভিন্ন রকম বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিপর্যয় কখনো সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জমিনে ঝড়-তুফান, অজানা মহামারি, রোগ-ব্যধি, অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ তৈরি করে দেয়। যা আমরা সর্ব দিকে নানান রূপে দেখে থাকি।

তথ্য :- বাংলা নিউজ টুয়েন্টি ফোর ডট কম।

এছাড়া যুগে যুগে প্রাকৃতিক মহামারী পরিস্থিতি নিয়ে মহামনিষীদের অনেক বই পুস্তক এবং গবেষণা রয়েছে।

যেমন:-

"আল-তাবিব ফি ত্বিব্ব আল তাবিব"

লেখক:- ইবনু আবি উসাইবিয়া।

বিষয়:- প্রাচীনকালে মহামারির সময় মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অবদান এবং স্বাস্থ্যবিধি।

"মুকাদ্দিমা"

লেখক:- ইবনু খালদুন।

বিষয়:- সমাজ ও সভ্যতার উপর মহামারির প্রভাব এবং মুসলিম সমাজে দুর্যোগ মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপ।

"আল-হাওয়ি ফি ত্বিব্ব"

লেখক:- আল-রাজি। (রাযেস)

বিষয়:- চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান এবং প্লেগের মতো মহামারি প্রতিরোধে তাঁদের উদ্যোগ।

"আল-কানুন ফি ত্বিব্ব"

লেখক:- ইবনে সীনা।

বিষয়:- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবিলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা।

“Islamic Medicine: The key to understanding Islamic civilization.”
লেখক:- আহমাদ রগিব।
বিষয়:- ইসলামি চিকিৎসা ও দুর্যোগকালীন মুসলিম মনীষীদের ভূমিকা।

“Plague and Empire in the Early Islamic World.”
লেখক:- Justin k. Stearns.
বিষয়:- ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রাথমিক যুগে প্লেগ ও মহামারি মোকাবিলায় মুসলিম মনীষীদের পদক্ষেপ।

“The Black Death and the Middle East.”
লেখক:- Michael Dols.
বিষয়:- মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে ব্ল্যাক ডেথ মহামারির প্রভাব এবং এর মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ।

এসব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়:-
দুনিয়ায় যাবতীয় অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তাআ’লার দিকে ফিরে আসা। বেশি বেশি তাওবাহ ইসতেগফার করা। মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। তবেই মহান আল্লাহ্ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সব বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করবেন। তাই মহান আল্লাহর কাছে তার আজাব থেকে বাঁচতে প্রথমেই অন্যায়মূলক সব গোনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। أن شاء الله
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। أمين ثم أمين